সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ◻ ৪২তম বর্ষ ◻ দশম-১১তম সংখ্যা ◻ মাঘ-ফাল্গুন ◻ ১৪২৫ পৃষ্ঠা ৮

রাঙ্গামাটিতে আঞ্চলিক কৃষি প্রযুক্তি ... ২ | দেশ হবে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা ... ৩ | রাজশাহীর পবায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ... ৪ | বরিশালের রহমতপুরে আলু ফসলের ... ৬

জাতীয় মৌ মেলা ২০১৯ এর উদ্বোধন

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

১০-১২ মার্চ জাতীয় মৌ মেলা ২০১৯ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনার ও স্টলের শুভ উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

রাজধানীর ফার্মগেটে আ. কা. মু গিয়াস উদ্দীন মিলকী অডিটরিয়াম চত্বরে তিন দিনব্যাপী জাতীয় মৌ মেলা ২০১৯ এর উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। জাতীয় মৌ মেলা উপলক্ষ্যে মিলকী অডিটরিয়ামে 'মৌচাষ ও মধুর বাজার সম্প্রসারণ, সমস্যা ও উত্তরণ' বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় কৃষিমন্ত্রী বলেন, সরকারের উন্নয়নের যে ধারাবাহিকতা সৃষ্টি হয়েছে, তা অব্যাহত রাখতে হবে। কৃষিসহ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধশালী করতে হবে। কৃষিকে প্রকৃত বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর করতে হবে, এর জন্য বাজারজাতকরণ ও রপ্তানি অপরিহার্য। তিনি আরও বলেন, জাপানে আমাদের মধু রপ্তানি হচ্ছে। জাপানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমাদের পণ্যের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে রফতানি বৃদ্ধি করতে হবে। খাবার মানসম্পন্ন, নিরাপদ ও সুস্বাদু হলে আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের রফতানি বাড়বে। এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

এলাকা উপযোগী সম্ভাবনাময় নতুন ফসলের জাত সম্প্রসারণের উপর কৃষি সচিবের গুরুত্বারোপ

–কৃষিবিদ আবু কাউসার মো. সারোয়ার, কৃতসা, চট্টগ্রাম

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম জেলার মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে বক্তব্যরত জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

৯ মার্চ শনিবার চট্টগ্রামের আগ্রাবাদস্থ খামারবাড়ি চত্বরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম জেলার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

বিধ্বংসী ফল আর্মিওয়ার্ম পোকার উপর সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো হাটহাজারীতে

–কৃষিবিদ আবু কাউসার মো. সারোয়ার, কৃতসা, চট্টগ্রাম

বিধ্বংসী ফল আর্মিওয়ার্ম পোকার আক্রমণ ও প্রতিকার সংক্রান্ত সচেতনতামূলক কর্মশালায় বক্তব্যরত কৃষি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব কমলারঞ্জন দাশ

৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শনিবার চট্টগ্রামের হাটহাজারিতে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে বিধ্বংসী ফল আর্মিওয়ার্ম পোকার আক্রমণ ও প্রতিকার সংক্রান্ত সচেতনতামূলক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

রাঙ্গামাটিতে আঞ্চলিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

রাঙ্গামাটিতে আঞ্চলিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ প্রণব ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চল

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের আয়োজনে গত ২৫/০২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে আঞ্চলিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির (RATEC) সভা অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ প্রণব ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চল।

সভার শুরুতে আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপসহকারী কৃষি অফিসার আনিসুর রহমান বিগত সভার কার্যবিবরণী এবং বর্তমান সভার আলোচ্য বিষয়াবলি সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বিএডিসি, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, এটিআই, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, এআইএস, পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরসহ কৃষক প্রতিনিধি, সার ও বীজ বিক্রয় প্রতিনিধিরা চলমান কার্যক্রম, পার্বত্য এলাকার সার্বিক কৃষির সমস্যা, সম্ভাবনা, উন্নয়ন এবং কৃষি সেবা তথা কৃষি প্রযুক্তিসমূহ তৃণমূলপর্যায়ের কৃষকদের মাঝে পৌঁছানোর বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সভায় পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ির মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুন্সী রাশীদ আহমদ বলেন, পার্বত্য এলাকায় উদ্যান ফসলের মধ্যে আম ও লিচু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় আম ও লিচুর পরিচর্যা সম্পর্কে তিনি সভায় বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ফুল ফোটার পর থেকে আম, লিচু ও মাল্টা বাগানে গোবর, বিভিন্ন রাসায়নিক সার বিশেষ করে বোরন প্রয়োগ করতে হবে।

সভাপতি মহোদয় এআইএস প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করে পার্বত্য এলাকার উপযোগী ফলের বালাই ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ডকুড্রামা তৈরি ও তা নিয়মিত প্রদর্শনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সার বীজ ব্যবসায়ী প্রতিনিধি বলেন, এ এলাকায় আগাছানাশক প্রয়োগের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় কৃষকরা যত্রতত্র আগাছানাশক ব্যবহার করছেন, যার ফলে মাটির স্বাস্থ্য আজ হুমকীর সম্মুখীন। এ ব্যাপারে কৃষকদের কাছে সঠিক তথ্য প্রদানের ও তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি সভাপতি মহোদয় আহ্বান জানান। তিনি অত্র অঞ্চলে গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাজে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে জনবল সংকট ও যানবাহন সংকটের কথা উল্লেখ করেন। প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে জোর প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারে তিনি সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করেন।

খুলনার দৌলতপুরে সৌরশক্তি ও পানি সাশ্রয়ী প্রকল্পের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

–মোঃ আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন কৃষিবিদ পঙ্কজ কান্তি মজুমদার, উপপরিচালক, কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সৌরশক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলট প্রকল্পের আওতায় পানি ব্যবস্থাপনা কৃষক মাঠ স্কুলের মাঠ দিবস গত ১২ মার্চ বেলা ১১টায় খুলনার দৌলতপুরস্থ মহেশ্বরপাশা ঘোষপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনার উপপরিচালক কৃষিবিদ পঙ্কজ কান্তি মজুমদার প্রধান অতিথি হিসেবে এ মাঠ দিবসে উপস্থিত ছিলেন।

মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস দৌলতপুর আয়োজিত এ মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি বলেন, আমাদের ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমাতে হবে। ফসল উৎপাদনের ঠিক যতটুকু সেচের প্রয়োজন ততটুকুই পানি সেচ দিলে পানির অপচয় হবে না। তিনি এ মাঠ স্কুল থেকে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নিজেদের ও এলাকার কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদনে এগিয়ে আসতে উপস্থিত সবার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, খুলনা অঞ্চলে লবণাক্ততা এড়িয়ে মিষ্টি পানি সংরক্ষণ করে ঘেরে মাছ, পাড়ে সবজি ও ধান চাষে কাজে লাগাতে হবে। ফসল উৎপাদনে আমাদের নিরাপদ খাদ্যের ব্যবস্থা করে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে তা ভোক্তাদের মাঝে বিক্রির ব্যবস্থা করে লাভবান হতে পারলে এ প্রশিক্ষণ সার্থক হবে।

মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার কৃষিবিদ হুসনা ইয়াসমিন এ মাঠ দিবসে সভাপতিত্ব করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন, অতিরিক্ত উপপরিচালক কৃষিবিদ কাজী জাহাঙ্গীর হোসেন, প্রকল্পের কৃষি প্রকৌশলী এ এম হেলালুর রহমান ও জেলা কৃষি প্রকৌশলী হারুন আর রশিদ। কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ ফারাহ দিবা শামসের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন, সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপসহকারী কৃষি অফিসার অঞ্জন কুমার বিশ্বাস। অন্যান্যদের মধ্যে কৃষক রাজু শেখ ও হোসনে আরা বেগম বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান শেষে ১৪ সপ্তাহ ব্যাপী এ প্রশিক্ষণে ভালো ফলাফলের জন্য প্রথম ৩ জনকে পুরস্কার ও প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

রাজশাহী বেতারের কৃষি বিষয়ক 'সবুজ বাংলা' ত্রৈমাসিক শিডিউল মিটিং অনুষ্ঠিত

–মো: দেলোয়ার হোসেন, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রাজশাহী

গত ২০ ফেব্রুয়ারি/২০১৯ রাজশাহী বেতারের কৃষি বিষয়ক 'সবুজ বাংলা' অনুষ্ঠানের বৈশাখ-আষাঢ়/১৪২৬ প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক কর্মশালা কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক অফিস, রাজশাহীর আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসারের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

রাজশাহী জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ মো: মাহমুদুল ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ত্রৈমাসিক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ফল গবেষণা কেন্দ্র, বিনোদপুর, রাজশাহীর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. মো: আলীম উদ্দিন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. মো: শফিকুল ইসলাম এবং রাজশাহী বেতারের সহকারী পরিচালক নাসরীন বেগম।

রাজশাহী বেতারের কৃষি বিষয়ক 'সবুজ বাংলা' অনুষ্ঠানের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. মো: আলীম উদ্দিন

অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিভিন্ন দপ্তর প্রধান ও প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী কেন্দ্রে প্রচারিতব্য কৃষির আধুনিক লাগসই প্রযুক্তিসমূহকে রাজশাহী অঞ্চলের জন্য প্রচার উপযোগী ও বাস্তবায়ন যোগ্য করার লক্ষ্যে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর হতে প্রাপ্ত ত্রৈমাসিক শিডিউল উপস্থাপন করেন কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক অফিস, রাজশাহীর আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার কৃষিবিদ মো: আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি।

প্রধান অতিথি বলেন, কৃষিই সমৃদ্ধি। কৃষি হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। কৃষিকে যত চর্চা করা যাবে, দেশ ততই অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে। কাজেই কৃষি, কৃষক, দেশ তথা জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষিকে কৃষকের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। তাই রাজশাহী বেতারে অনুষ্ঠিত 'সবুজ বাংলা' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অত্র অঞ্চলের কৃষকের জন্য চাষ উপযোগী বিভিন্ন ফসলের আধুনিক কলাকৌশল, উৎপাদনের লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তি এবং প্রতিকূল আবহাওয়া সহনশীল জাত সম্পর্কে বেতারে ভাষায় কৃষকের বোধগম্য করে প্রচারে সহযোগিতা করার জন্য উপস্থিত কৃষি কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানীদের অনুরোধ জানান। বিশেষ অতিথি মহোদয়গণ বলেন, রাজশাহী বেতারের কৃষি বিষয়ক সবুজ বাংলা অনুষ্ঠান অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষক তাদের বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে, মৎস্য চাষ ও গবাদি প্রাণী পালন সম্পর্কে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও উৎপাদন কৌশল সম্পর্কে ধারণা পেয়ে থাকেন। সবুজ বাংলা অনুষ্ঠানে গাঁয়ের চিঠির ঝুলি এবং ফোন-ইন-প্রোগামের মাধ্যমে কৃষক তাদের ত্বরিৎ সমস্যা সমাধান পেয়ে থাকেন।

অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উপস্থিত সকল কর্মকর্তার সহযোগিতা কামনা করেন।

কর্মশালার সভাপতি তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, মা মাটির দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। কৃষিই হচ্ছে মানুষের মূল পেশা। তাই কৃষি ও কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় অধিক গুরুত্ব দিয়ে কৃষকের পাশে থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন এবং সেই সাথে রাজশাহী বেতারে কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানান।

প্রাণবন্ত আলোচনায় বিভিন্ন বিভাগের প্রধান ও প্রতিনিধিরা তাদের বিভাগ হতে প্রদত্ত শিডিউলের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং বিস্তারিত আলোচনা অন্তে প্রাপ্ত শিডিউলসমূহ দৃঢ়করণ করা হয়। উক্ত কর্মশালায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ধান গবেষণা, গম গবেষণা, ফল গবেষণা, তুলা উন্নয়ন, রেশম ও ইক্ষু গবেষণা, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট ২৪টি বিভাগের কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

দেশ হবে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা

–নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মদন গোপাল সাহা ও অন্য কর্মকর্তারা

প্রয়োজনের তাগিদে দিন দিন আবাদি জমি কমছে। যোগ হচ্ছে নতুন মুখ। তাই অতিরিক্ত মানুষের খাবারের চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন অধিক উৎপাদন। যদিও আমরা দানাশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখন দরকার খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা অর্জন। দেশে এখন কৃষি উন্নয়নের জোয়ার বইছে। এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে আমরাও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবো। দেশ হবে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা। গত ৩১ জানুয়ারি বরিশালের রহমতপুরস্থ আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মদন গোপাল সাহা এসব কথা বলেন।

উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ এবং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসলের প্রযুক্তি বিস্তার প্রকল্প আয়োজিত এ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আরএআরএসর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. শামসুল আলম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর; বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক (ডিএই) মো. আরশেদ আলী এবং ফরিদপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক পার্থ প্রতীম সাহা। বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. রাশেদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রকল্প পরিচালক ড. মোহাম্মদ আবু তাহের মাসুদ, ডিএই; শরীয়তপুরের উপপরিচালক মো. রিফাতুল হোসাইন, বারির প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান তালুকদার প্রমুখ।

কর্মশালায় উদ্যানতাত্ত্বিক বিভিন্ন ফসলের জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে কৃষি সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

রাজশাহীর পবায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্থাপিত বোরো প্রদর্শনীর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ মো. আবদুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

রাজশাহীর পবায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্থাপিত বোরো প্রদর্শনীর মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত কৃষিবিদ এস এম হাছেন আলী, পরিচালক ক্রপস উইং কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পবার সার্বিক সহযোগিতায় আলিমগঞ্জ ব্লকের আলিমগঞ্জ গ্রামে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের স্থাপিত বোরো প্রদর্শনীর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহীর উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ শামছুল হকের সভাপতিত্বে মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি ঢাকা ক্রপস উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ এস এম হাছেন আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহীর অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চাঁপাইনগঞ্জের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ মঞ্জুরুল হুদা, নাটোরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ রফিকুল ইসলাম, পাবনার উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আজাহার আলী, নওগাঁ জেলার ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক কৃষিবিদ মাসুদুর রহমান ও হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফজলে রিজভি আল হাসান মঞ্জিল।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, রাজশাহী জেলা দানাদার, ফল ও সবজি ফসলের শস্য ভাণ্ডার। ব্রিধান৬৩ একটি বোরো মৌসুমের নতুন জাত হিসাবে মাঠে দেওয়া হয়েছে। ফলন ব্রিধান২৮ এর চেয়ে ভালো হবে আশা করি। তিনি নতুন এই জাতটি বীজ হিসাবে কৃষকপর্যায়ে সংরক্ষণ ও বিতরণ করে সম্প্রসারণ করার জন্য উপজেলা কৃষি অফিসারকে নির্দেশ প্রদান করেন। পরিশেষে তিনি উপস্থিত কৃষকদের বেশী ফলনশীল ধান পরিমাণে কম আবাদ করার ও বরেন্দ্র অঞ্চলে পানি কম লাগে এমন ফসল ভুট্টা চাষ করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি ২/১টি সেচ দিয়ে সহজেই এর চাষ করা যায় এমন ফসল আবাদ করার আহ্বান জানান।

সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, ব্রিধান৬৩ জাতটি উচ্চফলনশীল বোরো মৌসুমের জন্য নতুন জাত। আমাদের রাজশাহীতে বোরো মৌসুমে বেশীর ভাগ জমিতে ব্রিধান২৮ এর আবাদ হয়ে থাকে। ব্রিধান২৮ এর চেয়ে ব্রিধান৬৩ এর ফলন তুলনামুলক বেশী এবং চাল চিকন। উপস্থিত কৃষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন এই ব্রিধান৬৩ জাতটির বীজ আগামীতে আপনারা প্রদর্শনীর কৃষকের নিকট থেকে নিয়ে আবাদ করবেন তবেই এলাকায় দ্রুত সম্প্রসারণ হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহীর অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ও হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফজলে রিজভি আল হাসান মঞ্জিল। মাঠ দিবসে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী জেলার প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ মঞ্জুরুল হক, রাজশাহী জেলার সকল অতিরিক্ত উপপরিচালক, উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, কৃষি তথ্য সার্ভিসের রাজশাহীর কর্মকর্তা, এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তি ও আদর্শ কৃষক-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

নওগাঁয় ফসলের উন্নতজাত ও প্রযুক্তি স্থাপন শীর্ষক মাঠ দিবস

–মো: দেলোয়ার হোসেন, কৃতসা, রাজশাহী

নওগাঁয় ফসলের উন্নতজাত ও প্রযুক্তি স্থাপন শীর্ষক মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি জনাব মো: মিজানুর রহমান, জেলা প্রশাসক, নওগাঁ

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি/২০১৯ নওগাঁ সদর উপজেলা কৃষি অফিসের সার্বিক সহযোগিতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের রবি ও খরিফ-১ মৌসুমে রাজস্ব অর্থায়নের আওতায় ফসলের উন্নতজাত ও প্রযুক্তি স্থাপন কার্যক্রমের মাঠ দিবস নওগাঁ পৌরসভার কোমাইগাড়ী শিফনের বাগানে অনুষ্ঠিত হয়।

মাঠ দিবসে নওগাঁ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) কৃষিবিদ মো: মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ জেলা প্রশাসক মো: মিজানুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নওগাঁ অতিরিক্ত উপপরিচালক কর্মকর্তাবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই অতিথিদের শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন নওগাঁ সদর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ এ কে এম মফিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, কৃষির উন্নয়নে বর্তমান সরকার বিভিন্ন প্রদর্শনীর মাধ্যমে অধিক ফসল ঘরে তোলা সম্ভব এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে আধুনিক পদ্ধতিতে ফসল চাষ, ফসল সংগ্রহ, মাড়াই-ঝাড়াই করার মধ্য দিয়ে ফসলে উৎপাদন খরচ কমানো সম্ভব। তাই উপস্থিত কৃষকদের উন্নতজাত ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনে এগিয়ে আসার জন্য অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষির উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ সব কর্মসুচি সঠিকভাবে বাস্তাবায়ন করার মধ্য দিয়ে প্রদর্শনীর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরো বলেন, সরকারিভাবে যেসব সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে তা সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে হবে। তিনি দেশের খাদ্য চাহিদা পূরণে উন্নতজাত ও প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য উপস্থিত সব কৃষককে অনুরোধ জানান।

বিশেষ অতিথি মহোদয়গণ তাদের বক্তব্যে বলেন, দেশে উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ করে ফসল বৃদ্ধিতে সরকার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কাজে লাগিয়ে অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের চাল, ডাল, মসলা ও তেল ফসলের চাহিদা মেটানো সম্ভব বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভাপতি তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, কৃষি তথা কৃষকের উন্নয়নে সরকার উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে কৃষির অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। তাই এই সফল্যকে কাজে লাগিয়ে কৃষকের উন্নয়ন সাধনে কৃষি বিভাগের সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

বাবুগঞ্জের কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রে কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

–নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

বাবুগঞ্জের কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রে কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের কার্যক্রম

ইউএসএআইডির অর্থায়নে আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা উন্নয়ন কেন্দ্রের (সিমিট বাংলাদেশ) সিসা-এমআই প্রকল্প আয়োজিত সংরক্ষণশীল কৃষির ওপর দিনব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ গত ৭ মার্চ বাবুগঞ্জের মধ্য রাকুদিয়ায় কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রশিক্ষক ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা এস এম নাহিদ বিন রফিক, সিমিট বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. শহীদুল ইসলাম, উপসহকারী কৃষি অফিসার মো. মজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির (বিডিএস) ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর মো. শামিম হোসেন। প্রশিক্ষণে কৃষকদের সংরক্ষণশীল পদ্ধতিতে চাষাবাদের কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেয়া হয়।

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সহযোগিতায় এতে ৩০ জন কৃষাণ-কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, মধ্য রাকুদিয়াস্থ কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) আইসিটিসমৃদ্ধ একটি কৃষক সংগঠন। বর্তমান সরকার এ জাতীয় প্রতিটি কৃষক সংগঠনে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সাউন্ডসিস্টেম, জেনারেটর, ক্যামেরা, মোবাইলসহ অন্যান্য আইসিটি সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ করে। বাংলাদেশে এ ধরনের ৪৯৯টি ক্লাব রয়েছে।

এলাকা উপযোগী সম্ভাবনাময় নতুন ফসলের জাত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মীর নূরুল আলম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ ড. মোঃ আব্দুল মুঈদ।

আনুষ্ঠানিক মতবিনিময়কালে প্রধান অতিথি বলেন, এলাকা উপযোগী ফসল আবাদ সম্প্রসারণের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। বহুদিন ধরে আবাদ হয়ে আসা ফসলের পুরাতন জাতসমূহকে গবেষণা প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবিত সম্ভাবনাময় নতুন জাত দিয়ে প্রতিস্থাপন করে তা সম্প্রসারণের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। নিরাপদ সবজি উৎপাদনে সমন্বিত বালাইব্যবস্থাপনা ও সুষম সার ব্যবহারের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। প্রতি জেলায় নিরাপদ সবজি বিক্রয় কর্নার এবং সেইসাথে উৎপাদিত নিরাপদ সবজির ভোক্তা পর্যায়ে প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

সভাপতি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মীর নুরুল আলম তাঁর বক্তব্যে বলেন, নতুন জাত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ে আয়োজিত মাঠ দিবসসমূহে পরবর্তী মৌসুমে নতুন জাতটি আবাদে আগ্রহী কৃষকদের তালিকা তৈরি করতে হবে যেন প্রদর্শনীর কৃষক কর্তৃক সংরক্ষিত বীজ পরবর্তী মৌসুমে আগ্রহী কৃষকরা সহজে ব্যবহার করতে পারেন। প্রতিটি উপজেলার কৃষি উন্নয়নের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে সে অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি উপস্থিত সবার প্রতি আহ্বান জানান।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আমিনুল হক চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আবুল হোসেন তালুকদার। অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

বিধ্বংসী ফল আর্মিওয়ার্ম পোকার উপর সচেতনতামূলক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এনএটিপি-২ প্রকল্পের অর্থায়নে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব কমলারঞ্জন দাশ।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি অতিরিক্ত সচিব জনাব কমলারঞ্জন দাশ তাঁর বক্তব্যে এ পোকার ক্ষতির হাত থেকে ফসলকে রক্ষার জন্য সবার সমন্বিত প্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মীর নূরুল আলম মহোদয় নতুন এ পোকার উপর নিবিড় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি গবেষণালব্ধ জ্ঞান দ্রুত সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। একই সাথে এ পোকা দমনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নেওয়ার জন্য উপস্থিত সবাই অনুরোধ করেন।

কর্মশালায় ফল আর্মিওয়ার্মের ক্ষতির ধরণ, লক্ষণ ও বর্তমান করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন বিশিষ্ট কীটতত্ত্ববিদ ড. সৈয়দ নুরুল আলম। কর্মশালায় জানানো হয় ফল আর্মিওয়ার্ম বিশ্বব্যাপী একটি মারাত্মক বিধ্বংসী পোকা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এটি মূলত আমেরিকা মহাদেশের পোকা। ২০১৬ সালে আফ্রিকা এবং ২০১৮ সালে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিশেষত ভারত, শ্রীলংকায় এদের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়।

২০১৮ সালের নভেম্বরে দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় এর উপস্থিতি প্রথমবারের মতো রেকর্ড করা হয়। এটি ভুট্টা, সরগম, তুলা, বাদাম, তামাক, বিভিন্ন ধরনের ফল ও সবজিসহ প্রায় ৮০টি ফসলে আক্রমণ করে থাকে। তবে ভুট্টা ফসলে এর আক্রমণের হার সর্বাধিক। পোকাটি কীড়া অবস্থায় গাছের পাতা ও ফল খেয়ে থাকে। কীড়া পূর্ণাঙ্গ হওয়ার আগে এটি রাক্ষুসে হয়ে উঠে এবং ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে। পোকাটি বিভিন্ন উদ্ভিদ ও উদ্ভিদ জাত উপাদান যেমন- চারা, কলম, কন্দ, চারা সংলগ্ন মাটির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ পোকা বাতাসের সাথে কয়েকশ কিলোমিটার পর্যন্ত উড়ে গিয়ে বিস্তার লাভ করতে পারে।

সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. নরেশ চন্দ্র দেব বর্মা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মীর নূরুল আলম। উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ চন্ডী দাস কুন্ডু। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আওতাধীন অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

বরিশালের রহমতপুরে আলু ফসলের ওপর মাঠদিবস অনুষ্ঠিত

–নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

বরিশালের রহমতপুরে আলু ফসলের ওপর মাঠদিবস আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ সামসুল আলম

কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র এবং কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের যৌথ আয়োজনে গত ৭ মার্চ বরিশালের রহমতপুরস্থ আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে পরিবর্তনশীল আবহাওয়া উপযোগী আলুজাতের মাঠদিবস অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ সামসুল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাবুগঞ্জের উপজেলা কৃষি অফিসার মোসাম্মৎ মরিয়ম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান তালুকদার। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা, কৃষাণ-কৃষাণী প্রমুখ।

প্রধান অতিথি বলেন, আমাদের দরকার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত পুষ্টি। আলু হতে পারে এর অন্যতম উৎস। বিশেষ করে বারি আলু-৭২ এ রয়েছে বাড়তি গুণ। ক্যারোটিনসমৃদ্ধ এ জাতের আলু ফসলে রোগব্যাধি কম হয়। রঙিন হওয়ায় দেখতে চমৎকার। বাজারে চাহিদা বেশি। লবণ এবং তাপসহিষ্ণু। তাই দক্ষিণাঞ্চলের জন্য বেশ উপযোগী।

বিশেষ অতিথি বলেন, আলুর কাঙ্ক্ষিত ফলন পেতে মাটির ধরন বুঝে জমি নির্বাচন করা দরকার। এজন্য উঁচু কিংবা মাঝারি উঁচু এমন জমি হতে হবে, যেন বেলে দো-আঁশ কিংবা পলি দো-আঁশ হয়। যেহেতু চাষের জন্য নভেম্বরের ভেতরে মাঠ খালি করতেই হবে, সে কারণে আমনের আগাম জাত যেমন: ব্রি ধান৫২, ব্রি ধান৫৬, বিনাধান-৭ ব্যবহার করা যেতে পারে।

সভাপতি তার বক্তৃতায় বলেন, ফসলের পুরনো জাতে রোগপোকার আক্রমণ বেশি। তাই নতুন জাত গ্রহণ করা দরকার। বারি আলু-৭২ সম্পর্কে বলেন, গত বছর লবণাক্ত এলাকা কুয়াকাটায় এ জাতের আলু চাষ করে ভালো ফলন পাওয়া যায়। এর হেক্টরপ্রতি গড় ফলন প্রায় ২৩ টন। এ মাঠদিবসে দক্ষিণাঞ্চলে চাষ উপযোগী ৫টি জাতের আলু আবাদে কৃষকদের উৎসাহিত করা হয়। এগুলো হলো: বারি আলু-৩৫, বারি আলু-৩৭, বারি আলু-৪০, বারি আলু-৭২ এবং বারি আলু-৭৩।

চাটমোহরে ট্রাইকো-কম্পোস্ট সার উৎপাদন প্রযুক্তির ওপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

–মো. এমদাদুল হক, এআইসিও, কৃতসা, পাবনা

ট্রাইকো কম্পোস্ট সার উৎপাদন প্রযুক্তির ওপর মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি পাবনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আজাহার আলী

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চাটমোহর উপজেলার উদ্যোগে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এনএটিপি প্রকল্পের অর্থায়নে ট্রাইকো কম্পোস্ট জৈবসার উৎপাদন প্রযুক্তির উপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয় উপজেলার পার্শ্বডাংগা ইউনিয়নের মল্লিকবাইন গ্রামে কৃষাণী নাছিমা খাতুনের বাড়িতে। মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে পার্শ্বডাংগা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. আজাহার আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পাবনার উপপরিচালক কৃষিবিদ আজাহার আলী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পাবনা অঞ্চলের আঞ্চলিক কৃষি তথ্য যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ কৃষিবিদ মোহাম্মদ খয়ের উদ্দিন মোল্লা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, ট্রাইকো-কম্পোস্ট একেবারে নতুন প্রযুক্তি সার এই সার তৈরির মূল উপদান ট্রাইকোডার্মা নামক এক ধরনের উপকারী ছত্রাকসহ কচুরীপানা, গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, চিটা গুড়, নিমপাতা ইত্যাদি গৃহস্থালি আবর্জনা। ট্রাইকো-কম্পোস্ট পরিবেশবান্ধব উৎপাদনে সহজলভ্য ও খরচ কম ভার্মি ও ট্রাইকো-কম্পোস্ট তৈরির প্রযুক্তি প্রায় একই। তবে ট্রাইকো-কম্পোস্টে উপকারী ছত্রাক থাকায় তা ব্যবহারের ফলে মাটির গুণগত মান উন্নত করে এবং মাটির ক্ষতিকর ছত্রাক ধ্বংস করে ফসলকে অনেক রোগবালাই থেকে রক্ষা করে । তিনি আরো জানান বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষকের নিকট কৃষি প্রযুক্তি ও কৃষি উপকরণ পৌঁছে দিয়ে উৎপাদনে বিপ্লব ঘটিয়েছেন। কৃষক-কৃষাণীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রদান করছেন ও কৃষকদের মধ্যে সার, বীজ এবং প্রণোদনা সহায়তা সময়মতো সরবরাহ করছেন বিধায় আজ কৃষিতে দ্রুত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। এ ছাড়া তিনি বর্তমান কৃষির সাফল্যের দিক তুলে ধরে বলেন, এ জন্য তিনি সরকারের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত, সহযোগিতা এবং পদক্ষেপের বিষয় শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করেন এবং সেই সাথে উদ্যমি কৃষকের অবদানের কথাও উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন চাটমোহর উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ আল ইমরান। মাঠ দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে তার বক্তব্যে বলেন, ট্রাইকো কম্পোস্ট মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়নে কৃষিতে একটা নতুন সংযোজন এবং কৃষকদের যে কোনো পরামর্শের জন্য উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আগত কৃষক-কৃষাণিকে অনুরোধ জানান।

জাতীয় মৌ মেলা ২০১৯ এর উদ্বোধন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, আমাদের জমি অনেক ভালো। আমরা সারা বছর ধরে উৎপাদন করতে পারি। তবে আমাদের দেশের মানুষের আয় যথেষ্ট পরিমাণে নয়। একটু বেশি উৎপাদন হলে সঠিক মূল্য প্রাপ্তি ঝুঁকিতে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নিতে হবে। প্রতি বছর প্রচুর মধু বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। মধুর বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও রফতানি প্রক্রিয়াকে সম্প্রসারণ করতে বিভিন্ন ক্ষেত্র খুঁজে বের করতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে আহ্বান জানান ।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব জনাব মো: নাসিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মীর নূরুল আলম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার উইংয়ের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক শাহ মো: আকরামুল হক। মৌচাষ ও মধুর বাজার সম্প্রসারণ, সমস্যা ও উত্তরণ বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর মোঃ আহসানুল হক স্বপন। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচক ছিলেন বিসিকের মৌ চাষ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব খোন্দকার আমিনুজ্জামান ও বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসরস অ্যাসোসিয়েশন (বাপা) এর এএফএম ফখরুল ইসলাম মুন্সী।

কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, বিজ্ঞানী, গণমাধ্যমকর্মী, বিসিক এবং দেশের বিভিন্ন এলাকার মৌখামারি এবং উদ্যোক্তাগণ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। মেলায় সরকারি-বেসরকারি ৫৮টি প্রতিষ্ঠানের ৬১টি স্টল রয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষ করা সরিষা, ধনিয়া, তিল, কালিজিরা, খেসারি, লিচু এসব ফসলে মৌ চাষ, মধু আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন মেলায় আসা দর্শনার্থীরা। সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সবার জন্য খোলা ছিল। মাঠ ফসলসহ বিভিন্ন ফসলে মৌচাষ করলে মধু উৎপাদনের পাশাপাশি ফসলের উৎপাদন অনেকাংশে বেড়ে যাবে এবং পরিবেশবান্ধব খামার ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ মেলার আয়োজন করা হয়। 'পুষ্টি, আয় ও ফলন বাড়াবে মৌচাষ' প্রতিপাদ্যে শুরু হওয়া জাতীয় মৌ মেলা চলেছে ১২ মার্চ পর্যন্ত। মেলার আয়োজক কৃষি মন্ত্রণালয়।

উল্লেখ্য, মধু এখন রফতানি পণ্য তালিকায় নাম লিখিয়েছে। ফসলের মাঠে মৌমাছি বিচরণ করলে পরাগায়নের কারণে ফসলের উৎপাদন ১৫-২০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে। মৌচাষের মাধ্যমে মধু আহরণে সমৃদ্ধি ও শস্য বা মধুভিত্তিক কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। মৌসুমে সরিষা, ধনিয়া, তিল, কালিজিরা, লিচুসহ আবাদ হয় মোট প্রায় ৭ লাখ হেক্টর জমিতে বা বাগানে। মাত্র ১০ শতাংশ জায়গায় মৌ বাক্স বসিয়ে মধু আহরণ করে। প্রায় ২৫ হাজার মৌ চাষিসহ মধু শিল্পে জড়িত প্রায় ২ লাখ মানুষ। উৎপাদন প্রায় ৬ হাজার টন। ফসলের এই পুরো সেক্টরটিকে মধু আহরণের আওতায় আনতে পারলে ফসলের উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি হবে। দেশে এখন প্রায় সাড়ে ছয় লাখ হেক্টর জমিতে সরিষা আবাদ হয়। পুরো সরিষার মাঠ মধু সংগ্রহের আওতায় আনা গেলে উৎপাদন যেমন বাড়বে, তেমনি ভোজ্যতেলের আমদানি নির্ভরতাও কমবে।

খুলনায় এনএটিপি প্রকল্পের ৪ দিনব্যাপী আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

-মোঃ আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ কাজী আব্দুল মান্নান বলেছেন, সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে আইসিটি প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মক্ষেত্রে রিপোর্ট রিটার্নসহ সবক্ষেত্রে কাজে লাগবে। প্রশিক্ষণে যারা ভালো কম্পিউটার জানেন না তাদের দক্ষতা উন্নয়নে কাজে আসবে। তিনি ১৮ মার্চ সকাল ১০টায় খুলনার কৃষি তথ্য সার্ভিসের কম্পিউটার ল্যাবে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-২ প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) এর আওতায় ৪ দিনব্যাপী আইসিটি (ICT) বিষয়ক স্টাফ ও এসএএও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

সভাপতির বক্তব্যে ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ বিশ্বের রোল মডেল। এসডিজি বাস্তবায়নে আইসিটির কোনো বিকল্প নেই। সরকার সবপর্যায়ের কর্মচারীদের আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছেন। এ প্রশিক্ষণ তারই একটি অংশ। প্রশিক্ষণ শেষে কর্মক্ষেত্রে কাজের আরও গতি আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, খুলনা এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ডিএই খুলনার ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক কৃষিবিদ পংকজ কান্তি মজুমদার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান) কৃষিবিদ মোঃ নজরুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ এম এম আব্দুর রাজ্জাক। অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষক, খুলনা জেলার দাকোপ, পাইকগাছা, ডুমুরিয়া, বটিয়াঘাটা ও উপপরিচালক কার্যালয়ের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আবাদযোগ্য জমির

শেষের পাতার পর

শুধু ফসলের জাতের ওপর গবেষণা সীমাবদ্ধ না রেখে পাহাড়ের মাটির বৈশিষ্ট্য, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও অবস্থান বিবেচনা করে এলাকার উপযোগী লাগসই কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তা সম্প্রসারণে নিবিড়ভাবে কাজ করার ব্যাপারে তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।

রোয়াংছড়ি উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ হাবিবুন নেছার উপস্থাপনায় সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বান্দরবান পার্বত্য জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ আলতাফ হোসেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন ফসল আবাদের বর্তমান অবস্থা, মাঠে বাস্তবায়নাধীন চলমান কার্যক্রমসমূহ, পার্বত্য কৃষির চ্যালেঞ্জ এবং চ্যালেঞ্জ উত্তরণে করণীয় বিষয়ে সভায় পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ প্রণব ভট্টাচার্য। সভায় বিএডিসি, ব্রি, বারি, বিএসআরআইসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমসমূহ উপস্থাপন করেন। মতবিনিময় পর্বে প্রফেসর ড. ছাত্তার মণ্ডল বলেন, পাহাড়ের কৃষকরা জুমের পরিবর্তে লাভজনক উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল আবাদের দিকে ঝুঁকছে এটা অত্যন্ত আশার বিষয়। এ এলাকার কৃষির প্রতিবন্ধকতা উত্তোরণে সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণে উন্নত সেচব্যবস্থা যেমন ড্রিপ ইরিগেশন প্রবর্তন এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার উপজেলা, জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, জনপ্রতিনিধি, প্রিন্ট ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, গবেষক ও উন্নয়নকর্মীগণ বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আবাদযোগ্য জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

—কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

গত ০৮-০৩-২০১৯ তারিখে বান্দরবান জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস প্রফেসর ড. সাত্তার মন্ডল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মীর নূরুল আলম, বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দাউদুল ইসলাম, বান্দরবান পৌরসভার মেয়র ইসলাম বেবী, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য ক্যাসাপ্রু। এ ছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রধানগণ ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, দেশের সমতল এলাকার তুলনায় পার্বত্য এলাকা উচ্চমূল্যের ফসল যেমন- কফি, কাজুবাদাম, গোলমরিচ, ড্রাগনফ্রুট ইত্যাদির আবাদ বৃদ্ধি এবং তা প্রক্রিয়াজাত করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ রয়েছে। এসব ফসলের আধুনিক জাত ও চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উৎপাদিত ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণে শিল্প কারখানা স্থাপনে স্বল্প বা বিনা সুদে ঋণ প্রদান করে উদ্যোক্তা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সবাই নির্দেশনা প্রদান করেন। এ এলাকার উপযোগী যেসব কৃষি প্রযুক্তি ইতোমধ্যে উদ্ভাবিত হয়েছে সেগুলো আরও কার্যকরভাবে সঠিক কৃষকের কাছে সফলভাবে পৌঁছে দেয়ার জন্য গবেষণা এবং সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় ও সংযোগ আরো নিবিড় করার ব্যাপারে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয় সংশ্লিষ্ট সবাইকে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতি কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান গবেষণা সংস্থাসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন,

–এরপর ৭ম পৃষ্ঠা ২য় কলাম

জাতীয় মৌ মেলা ২০১৯ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন জনাব ড. মো. আব্দুর রৌফ, কৃষি সচিব (রুটিন দায়িত্ব) কৃষি মন্ত্রণালয়

শেষ হলো জাতীয় মৌ মেলা

–কৃষিবিদ মো. গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

রাজধানীর ফার্মগেটের আ. কা. মু. গিয়াস উদ্দীন মিলকী অডিটরিয়াম চত্বরে শেষ হলো জাতীয় মৌ মেলা ২০১৯। তিন দিনের এ মেলার সমাপনী দিন ছিল ১২ মার্চ। মেলায় এবার প্রায় ৩০ লাখ টাকার মধু বিক্রি হয়। গত বছর মেলায় মধু বিক্রি হয়েছিল প্রায় ১১ লাখ টাকা। তৃতীয়বারের মতো এ মেলার আয়োজন করে কৃষি মন্ত্রণালয়। মেলায় সরকারি ৬টি ও বেসরকারি ৫৩টি প্রতিষ্ঠানের মোট ৬২টি স্টল অংশগ্রহণ করে। এবারের প্রতিপাদ্য 'পুষ্টি, আয় ও ফলন বাড়াবে মৌচাষ'। এবারের মেলায় ক্রেতা দর্শনার্থীদের সমাগম ছিল প্রচুর। আ. কা. মু গিয়াসউদ্দিন মিলকী অডিটরিয়ামে আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সচিব (রুটিন দায়িত্ব) ড. মোঃ আব্দুর রৌফ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) সনৎ কুমার সাহা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মীর নূরুল আলম। স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার উইংয়ের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক শাহ মো: আকরামুল হক। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। মেলার প্রতিপাদ্যের সাথে স্টলের সামঞ্জস্য, সাজসজ্জা, প্রদর্শিত মধু আইটেমের সংখ্যা ও প্রযুক্তি প্রদর্শন করে সরকারি পর্যায়ে প্রথম হয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, দ্বিতীয় হয়েছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং তৃতীয় হয়েছে বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট।

বেসরকারি পর্যায়ে প্রথম হয়েছে আল ওয়ান এন্টারপ্রাইজ, দ্বিতীয় হয়েছে এপি মধু এবং তৃতীয় হয়েছে সলিড মধু। মেলায় অংশগ্রহণকারী অন্য সকল প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়।

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮৪০৪, ফ্যাক্স : ৯১১৬৭৬৮ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd